জেন্ডার সমতাঃ মহাজোট সরকারের ও অর্জন আগামীর কথা

পূর্বকথা

'কি পেয়েছি তার হিসেব মেলাতে মন মোর নহে রাজী'–এটি ব্যক্তি জীবনের মন্তব্য হতে পারে তবে রাষ্ট্রীয় জীবনে এ ধরনের ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। জেন্ডার সমতা নিয়ে আমরা যাঁরা জীবনভর লড়াই সংগ্রাম করেছি, মুক্তিযুদ্ধে জীবন হাতে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছি, বৈষ্যমের প্রতিবাদে জনতার আওয়াজ এখনও কানে পৌছায়; দায়িত্ববোধ করছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারের দল দেওয়া কথাগুলো কতখানি রাখতে পারল, অথবা পারল না, অথবা না পারার কারণের পেছনে কি কারণ আছে তা সততার সমীকরণে তুলে আনার জন্য, মূল্যায়নের জন্য। আমরা জানি, জেন্ডার সমতা অর্জনের এ পথ দীর্ঘ হতে পারে কিন্তু অসম্ভব, অসাধ্য কিছু নয়। এ দেশের জন-মানুষ ধর্মানুরাগী কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। মৌলবাদ তাদের বিভ্রান্ত করে কিন্তু তারা মৌলবাদী নয়। উণসত্তরের গণ-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধে এ সাধারণ জনতার হাতে হাত ধরে আমরা নীতিবান নিরস্ত্র জনগণ বিজয়ী হয়েছি নীতিহীন সশস্ত্র বাহিনীকে পরাজিত করে। মৌলবাদ বা রাজনৈতিক ধর্ম ব্যবসায়ীগণ নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামের বিরুদ্ধে ধর্মীয় উন্মাদোনা সৃষ্টি করতে পারে, শিক্ষা, প্রশাসন বা অর্থনীতির অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করতে পারে। কিন্তু এটি সতত সত্য যে বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব অথবা ইসলাম আবির্ভাবকালের বিশ্ব কখনও নারীর শিক্ষা, প্রশাসন বা অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে অস্বীকার করেনি। ইতিহাস বলছে– রাসুল্লালাহ্ (স) এর স্ত্রী বিবি খাদিজা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি তাকে ভালোবাসতেন। বাংলাদেশের নারী অথবা একজন বিশ্বনারী – ঘরে বাইরে মিলে পুরুষের চেয়ে অধিকতর অর্থনৈতিক কাজ করে। অতএব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রকে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ঠাঁই করে নেওয়ার জন্য দেশের নারী-পুরুষ প্রতিবন্ধী সকলকে সম-পর্যায়ে আনতে হবে। সমপর্যায়ে আনতে হলে সম-সুযোগ দিতে হবে, তার জন্য তাঁদের সম-অধিকার দিতে হবে। অনেক মুসলিম দেশ তা করেছে। এক্ষেত্রে মনে পড়ছে যদিও বা আমরা বিশ্বব্যাংককে বিশ্ব কল্যাণকামী মনে করি না, তারপরও তাদের গবেষণার ওপর আস্থা করা যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রসরতার মূল্যায়নে তারা বলছে, বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধান উপাদান নারী জনশক্তি মূল চলক হিসেবে কাজ করেছে। এদেশে নারী আগে পরিবারের নির্ভরশীল ব্যক্তি ছিল। এখন শুধু আত্মনির্ভরশীল-ই নয় বরং পরিবারের উপার্জন জন্য করছে। এতে পরিবারের আয় যেমন বেড়েছে মোট জাতীয় আয় বেড়েছে। তাঁদের অব্যাহত ঘরের কাজ, মানুষ গড়ার কাজতো রয়েছেই। অতএব, নারীর সম-উত্তরাধিকার, প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন, রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম-অংশগ্রহণ এসব কোনো মতেই উপেক্ষার নয়।

অজর্নের কথা

রাজনীতি দিয়ে শুরু করতে চাই- মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে মহামান্য স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা, বিদেশ মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী, আমাদের সম্মানিত নারী সংসদগণ মন্ত্রী পরিষদ আলোকিত করে আছেন। যা ইতোপূর্বে কখনও সম্ভব হয়নি। মহাজোট সরকারের সময়কালে রাজনৈতিক অঙ্গনে জেন্ডার সমতা অর্জনে প্রভাব পরে এধরনের ঘটনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– বর্তমান সরকারের ৮ মার্চ '১১-তে দ্বিতীয়বারের মত জাতীয় 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' ঘোষণা। এবারও 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' ঘোষণার পর ধর্মান্ধ ব্যবসায়ীগণ বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং পাশাপাশি নারী-পুরুষের সমতার বিরুদ্ধে নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করে। অন্যদিকে এ নারী উন্নয়ন নীতিতে অর্জিত সম্পদের উপর নারীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও,

উত্তরাধিকার সূত্রে সমঅধিকারের বিধান না থাকায় এই নারী উন্নয়ন নীতি সচেতন নারী সমাজের ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়। তবে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১'-তে এমন কিছু অগ্রসরমূখী কর্মসূচি রয়েছে যা ২০০৪ এর মতো পশ্চাদমূখী নয়। এই নীতিতে আদিবাসি, প্রতিবন্ধী, কৃষক নারীদের অধিকার, জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের অধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আগামীতে জেন্ডার সমতা অর্জনে একটি বাস্তব পর্যায়ে পৌঁছাবে। সম্প্রতি 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১'-র আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি শেষ হয়েছে।

এসময়ে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দৃশ্যপট হলো– '৭১-র যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করা, সরকারের সময়কালের প্রথমদিকে মৌলবাদের নখদন্তকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচারকার্যের শুরু থেকে নতুন করে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষদন্ত উম্মোচিত হয়েছে, এ ছাড়া বিরোধীদলের বরাবর সংসদে অনুপস্থিতি গণতন্ত্রকে ব্যাহত করেছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের চার মূলনীতি– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরেপেক্ষতা ফিরে এলেও রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম বহাল রাখা হয়, এতে সংবিধানের সাম্প্রদায়িক চরিত্র রয়ে যায়, যা জেন্ডার সমতাকে নিরুৎসাহিত করে।

অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে রাজনীতির পর্যালোচনার পরিশেষে বলতে হয়, প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন না হওয়ায় এবারও নারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো, ঘর ছেড়ে রাজনীতির জটিল অঙ্গণে প্রবেশ যথার্থ হবে না বলেই নারীকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখার প্রয়াস সমাজ জীবনে এখনও ক্রিয়াশীল। অপরদিকে সম্পদ, সম্পত্তিতে অধিকারহীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা, ব্যয়বহুল নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও সহযোগীতার অভাবের কারণে নারী নিজেই এ প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে থাকে।

সচেতন জনগণ চায় সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী অংশ নেবে, নারী সংসদ সদস্য নির্বাচনী এলাকায় জনগণের কাছে বিশেষত, নারী সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে । বাস্তবে দেখা যায়, দলের মাধ্যমে যেসব নারী সংসদে মনোনীত হন তারা জনগণের কাছে নয়, দলের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। সত্যিকারের জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। এভাবে নারীর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ তৈরী হচ্ছে না। যা জেন্ডার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক।

অর্থনীতির মূল্যায়নের জন্য চার বছর যথেষ্ট সময় নয়। এ পরিবর্তনের ফলাফল দেখা যায় পরবর্তী সরকারে। এই সীমাবদ্ধতা সামনে নিয়ে আমি মহাজোট সরকারের নারী অর্থনীতি বিষয়ক মূল্যায়নে দুটি ক্ষেত্রে আয়না ফেলতে চাই– বাজেটে বরাদ্দ এবং নারীর কর্ম সংস্থান।

জেন্ডার সমতাকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য মহাজোট সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো– প্রথমবারের মত জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রদান এবং বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীল প্রতিবেদন উপস্থাপন– যার মাধ্যমে নারী সমাজ, পরিকল্পনাবিদগণ আগামী দিনের পরিকল্পনার জন্য নারী-পুরুষের বিভাজিত উপাত্ত পেয়েছেন, যা নারী অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রাথমিক সোপান; এসময়ে বাজেটের অন্যতম বরাদ্দ ছিল- দরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান– এ কর্মসূচির

আওতায় আছে- বয়স্ক ভাতা; বিধবা ভাতা; দাম্পত্য জীবন বিচ্ছিন্ন নারীর ভাতা, দুঃস্থ ভাতা; পঙ্গু, প্রতিবন্ধী, ও অসহায়দের জন্য ভাতা; মাতৃত্বকালীন ভাতা; অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী; ভর্তূকি মূল্যে খোলা বাজারে খাদ্যপণ্য বিক্রি; ভিজিডি; ভিজিএফ; টেস্ট রিলিফ; কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা; কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ইত্যাদি । বাজেটে খুব কম করে হলেও নারীর জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে; উপজেলাকে তথ্য-প্রযুক্তির অবকাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে যা তৃণমূলে নারী ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে; বাজেটে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রা ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ করা হয়েছে; এটি বাস্তবায়িত হলে নারী সময় সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব জ্বালানীতে প্রবেশাধিকার পাবে; ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পোউদ্যোক্তা যাদের বার্ষিক লেন-দেনের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকার নীচে তাদের কর অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, শেষের বছর এটি ৮০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, এতে নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ উপকৃত হয়েছে; এছাড়া বাজেটে মোবাইল ফোনের ওপর দেয় মূল্য সংযোজন কর ৬০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা করা হয়েছে- গবেষণায় দেখা গেছে মোবাইল ফোনের সুবিধা নারীকে সহয়তা দিয়ে ক্ষমতায়িত করে; বাজেটে নারীর জন্য ব্যক্তি পর্যায়ের করমুক্ত আয়সীমা ২ লক্ষ ২৫ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে; ২০১২-১৩ সালের বাজেটে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের জন্য ১০০ কোটি টাকার যে থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছিল, এ পর্যন্ত তার মাত্র ২০ কোটি টাকা ব্যবহৃত হয়েছে । তাই ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে এই থোক বরাদ্দের পরিমাণ ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং পাশাপাশি ১০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য; মহাজোট সরকার শেষ বছরের বাজেটে জেলা ভিত্তিক বাজেট উপস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, টাংগাইল জেলার মাধ্যমে; এ নীতি সব জেলার ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হলে জাতীয় বাজেটে প্রতিটি জেলার নারীদের ভিন্ন ভিন্ন সুবিধা-অসুবিধাসমূহ দৃশ্যমান হবে;

অর্থনীতিতে মহাজোট সরকারের সময়কালে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম টার্গেট হয়েছে– জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়ন । এবারের পরিকল্পনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো– জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে নারী উন্নয়নের বিষয়টি মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে, আলাদা কোনো অধ্যায় করা হয়নি; এছাড়া বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তির জন্য নেওয়া অন্যান্য পদক্ষেপগুলোও নারীকে ক্ষমতায়িত করছে– এ ক্ষেত্রে বেতার তরঙ্গের ওপর আরোপিত কর কমানোতে বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ তথ্যপ্রযুক্তিকেন্দ্র স্থাপন করতে আগ্রহী হবে; যা তৃণমূল নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান রাখে । সরকারের সবগুলো উদ্যোগে উপজেলাকে তথ্য-প্রযুক্তির অবকাঠামোর আওতায় আনার লক্ষ্যটি দারুণভাবে নারীবান্ধব ।

ব্যখ্যা দেওয়ার জন্য আমি আবার জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটে আয়না ফেলতে চাই– জানা প্রয়োজন সরকার কোন্ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । বিষয়টি এ ধরনের– এটি নারীসমাজ, অর্থনীতিবিদ ও সচেতন জনগণের একান্ত চাওয়া ছিল । উদ্দেশ্য– নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পিত বিনিয়োগ । মহাজোট সরকারের এ ধরনের বিশেষ বাজেটের বৈশিষ্ট্য হলো– এসব বাজেট মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত । এ বাজেট কাঠামোর বিশেষ দিক হলো– 'দারিদ্র ও জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে প্রতিটি প্রকল্পে কি প্রভাব পড়বে, তার বিশ্লেষণ করে অর্থমন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণ করা ।' এ কারণে এটি জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য বিশেষ পদক্ষেপও বটে । এ ধরনের বাজেট তিন থেকে পাঁচ বছর সময়সীমার জন্য প্রণীত হয়, এবং প্রতি বছর এ বাজেট কাঠামো হাল নাগাদ করা হয় ।

অর্থনীতির প্রধান অনুষঙ্গ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। এ কয়েক বছরে আমাদের বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা বাহিনী, ব্যাংকিং সেক্টর, দূতাবাসের কর্মকর্তা, সম-মানের উচ্চতর পদে যথাযোগ্য সম্মানীত নারীগণ পদায়ন পেয়েছেন।

এ সময়ে ***নারী শ্রমশক্তির*** দৃশ্যপটটি ছিল এই রূপ– অত্যন্ত নিম্ন আয়ে রপ্তানী শিল্পে নারীশ্রম দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। নারীগণ ক্ষুদ্র ঋণের বিপুল ব্যবহার করেছেন। যার বিনিয়োগে উচ্চলাভ এবং সম্ভাবন কম– কারণ ক্ষুদ্র ঋনের মাধ্যমে কর্মসৃষ্টি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত এক দশকে বাংলাদেশে জনশক্তি রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্র ধীরে ধীরে নারীর ওপর ন্যস্ত হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাগণের জন্য বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মধারা নারী উদ্যোক্তদের উদ্দীপ্ত করছে– সার্কুলারের মাধ্যমের বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে নিদের্শ দিয়েছে এসএমই ব্রাঞ্চ খোলার জন্য এবং আরো নির্দেশ দিয়েছে ব্রাঞ্চ বিভাগীয় হেডকোয়াটারের বাইরে স্থাপন করতে হবে। এসএমই ঋণের অন্তত ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের প্রদানের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নারী উদ্যোক্তদের প্রদত্ত ঋণের সুদের হার ১০ শতাংশ করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নারী ব্যবসায়ীগণ বাজার সুবিধা পাচ্ছেন। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রলয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধিত সমিতিগুলোর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর প্রদর্শণী ও বিক্রয়ের জন্য 'জয়িতা বিপণীকেন্দ্রে'র কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। জাতীয় মহিলা সংস্থার উদ্যোগে ঢাকা শহরে আনারকলি সুপার মার্কেটে 'সোনার তরী' নামে একটা বিক্রয় কেন্দ্র করা হয়েছে। কর্মজীবী মহিলাদের সুবিধার্থে বর্তমানে ঢাকাসহ ৫টি বিভাগীয় শহর এবং ১৩টি জেলা শহরে ৪২টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্য্যালয়ে কর্মকর্তাদের একটি শিশুদিবাযত্ন কেন্দ্র আছে। এবার অফিস আদেশ জারি করে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে দেশব্যাপী প্রতিটি ব্যাংক এধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ ছাড়া সন্তান সম্ভবা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকার নির্ধারিত মাতৃত্বকালীন ৬ মাস ছুটির ক্ষেত্রে যাতে কোনো ব্যত্যয় না ঘটে তার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সরকারের কৃষিবান্ধব কার্যক্রমের ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, এতে নাগরিক হিসেবে নারী সমাজ উপকৃত হয়েছে। বিশেষত দরিদ্র নারী। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা আমাদের রাজনৈতিক নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করেছে। এ লক্ষ্যে সরকার কৃষকদের ২৪ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে, সার-বীজ, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য কৃষকের ক্রয় সীমার মধ্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। কৃষককে কৃষি কাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ভর্তূকির পাশাপাশি বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে, ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে, হ্রাসকৃত মূল্যে পর্যাপ্ত সার সময়মতো কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে, ৪৫,৭২২ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় ১ কোটি ৪৪ লক্ষ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। কৃষকদের জন্য মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এ সূত্রে ৯৫ লাখের বেশী ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। কিন্তু এ সময়ে নারীর অর্জন লিখতে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি– এ উন্নয়নে নারী কৃষিশ্রমিকও শ্রম দিয়েছে কিন্তু লাভ পায়নি, স্বীকৃতি পায়নি, সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি, কেবলমাত্র তার নিজের নামে জমি না থাকার কারণে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মহাজোট্ সরকারে প্রথম অর্জন হলো 'শিক্ষানীতি-২০১০' প্রদান এবং একই সাথে এটি বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ। এই সরকারের শুরু থেকে গ্রাম ও শহরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়া-লেখার ধুম পড়েছে। বিশেষত কয়েক ক্লাশ পর পরীক্ষায় সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় অভিভাবক মহলও খুব আনন্দচিত্তে এটিকে গ্রহণ করেছে। এ সরকারের আরো উল্লেখযোগ্য কাজ হলো, শিক্ষাবছরের প্রথমদিকে শিক্ষার্থীদের হাতে চার রঙের নতুন বই প্রদান। দেশের দরিদ্র পরিবারের শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনা ।

গত এক দশকে বাজেটীয় পদক্ষেপের ফলে লিঙ্গ সমতা অর্জনে শিক্ষা ক্ষেত্র অনেকদূর এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। দেখা গেছে, বাজেটীয় পদক্ষেপ, বিশেষ করে মেয়েশিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের ফলে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য দূর হয়েছে। এখন, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় ছেলে ও মেয়েশিক্ষার্থীর সংখ্যা সমান সমান। উচ্চস্তরের শিক্ষায়ও ক্রমশ লিঙ্গ সমতা অর্জিত হচ্ছে। আশা করা যায় এক্ষেত্রেও অদূর ভবিষ্যতে লিঙ্গ সমতা অর্জিত হবে যেহেতু স্নাতক পর্যায়ে মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৩-'১৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারী সমাজের দাবি ও প্রত্যাশার বেশ কিছু প্রতিফলন ঘটেছে; যেমন, নারীসমাজের দাবি ছিল ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং স্কুল ও কলেজে মেয়েদের জন্য টয়লেট ও কমনরুম ইত্যাদি তৈরি করা। দেখা গেছে, প্রস্তাবিত বাজেট এবং পূর্ববর্তী বাজেটে এই লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে অনেকগুলো বাস্তবায়িতও হয়েছে।

তবে শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রীদের সবচেয়ে বড় যে সমস্যা 'স্কুল থেকে ঝরে পরা'। এর প্রধান কারণ যাতায়াতের অনিরাপত্তা। এ ক্ষেত্রে যদিও সরকার অত্যন্ত আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে, তবে খুব ইতিবাচক ফলাফল এখানো পাওয়া যায়নি ।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গত ১০ বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশের নারী ও পুরুষের বাঁচার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে যে লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে তা হলো বাঁচার সম্ভাবনায় জেন্ডার সমতা অর্জন। বরং নারীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা পুরুষের চেয়ে কিছুটা বেশি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুমৃত্যুর হার কমে যাওয়ায় সাউথ সাউথ পুরষ্কার পেয়েছেন। এ পুরষ্কার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রের সম্মানকে সমুন্নত করেছে।

তবে এখনও প্রতি লাখে ১৮০ জন প্রসূতির মৃত্যু হয়। (বাংলাদেশ সরকারের মাতৃমৃত্যু জরিপ)। ফলে দেশে প্রতি বছর পনের হাজার নারী মৃত্যুবরণ করে প্রসবকালে। আরো ৫ লাখ নারী প্রসবজনিত সমস্যায় ভুগে থাকেন, যা তাদের উৎপাদনশীলতাকে খর্ব করে, সুস্থভাবে শিশুপালনের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, এমনকি প্রসবজনিত নানা সমস্যার কারণে অল্পদিনের মধ্যে তাদের মৃত্যুও হয়। এখানো ৬০ শতাংশ শিশুর জন্ম হয় গ্রামের ধাইয়ের হাতে। বেশির ভাগ (প্রায় ৮০ শতাংশ) মাতৃমৃত্যুই ঘটে যখন অশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ঘরে প্রসব হয়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন সংস্কারে সরকার যথেষ্ট উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছে। তারপরও দেশে নারীর প্রতি সহিংসতার সংখ্যামাত্রা ও ভয়াবহতা উদ্বেগজনক। সমাজে, রাষ্ট্রে, সরকারি, বেসরকারি নানাবিধ উদ্যোগের ফলে নারীর অবস্থানের উন্নতি হচ্ছে ঠিকই, নারীর স্বার্থে আইনও প্রণীত হচ্ছে– কিন্তু এখনও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে অনেক এবং নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে বিশেষভাবে নতুন প্রজন্ম। এর সাথে যুক্ত হয়েছে, মাদক-ব্যবসায়ীদের মাদক ব্যবসা আর তরুণ-তরুণীদের মাদকাসক্তি। উন্নয়নের রূপালীরেখার মধ্যে নৈতিকতা অবক্ষয়ের কালো মেঘ প্রবেশ করেছে।

একদিকে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যা এখনো নারীর অগ্রগাত্রাকে পিছু টানছে, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অপসংস্কৃতি, রক্ষণশীল ধ্যান ধারণা, নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা প্রদান, মৌলবাদী তৎপরতা, সাইবার অপরাধ, অপরদিকে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে ব্যর্থতা, প্রয়োজনীয় আইনের অভাব, নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতার অভাব নানানভাবে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি করে চলেছে।

সরকার ইতোমধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকরী ও প্রসংশনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো– ১. নারী ও শিশু নির্যাতন কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ সেল ; ২. ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি); ৩. ন্যাশনাল ডি এন এ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী ; ৪. ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল; ৫. ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার (১০৯২১)। নারী নির্যাতন মূলত মানুষের পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। নারী পুরুষের চেয়ে অধম এ বিশ্বাস যে পর্যন্ত না মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা যাবে, ততদিন মানব-সমাজ এ ন্যাক্কারজনক বদগুণ বহন করবে। এ সমস্যা শুধুমাত্র পুরুষের নয়, এই সমস্যা নারীদেরও। তাদেরও যুগযুগের ধারণা রয়েছে, তারা পুরুষের চেয়ে অধম এবং এই সংস্কৃতি তারা তাদের কন্যা, পুত্র-বধুদের মধ্যে ধারণ করাতে চান। অতএব পুরুষ শুধু একা নয়, নারী-পুরুষ, সমাজ-সংস্কৃতি, আইন, পাঠ্যপুস্তক, সাহিত্য-সংস্কৃতি এই ধারণা বহন করে চলেছে। এ ধারণা পরিবর্তন কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে সরকারকে পাঠ্যপুস্তক, প্রশিক্ষণ, গণমাধ্যমকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে, নির্দয়ভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। নেতিবাচক সংস্কৃতির পরিবর্তন করতে হবে।

ইতোমধ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। এ আইন বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ সংসদে পাশ হয়েছে কিন্তু নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না করে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে এবং এ বিষয়ক বিধিমালা এখনও করা হয়নি। বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে আইনগতভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার।

গণমাধ্যম এসময়কালে ক্রমবর্ধমান বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ও দায়িত্বশীল ভূমিকার কারণে গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশের নারী সমাজ, বিশ্বের নারী সমাজ অনুভব করছে নারীদের কষ্টার্জিত অর্জন ধরে রাখতে হলে গণমাধ্যমের আরও সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। নিত্য-নতুন শাখা-প্রশাখা নিয়ে গণমাধ্যমের মত একটি শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যমে যে গতি নিয়ে ব্যাপকতা লাভ করছে, মানুষের বেঁধে দেওয়া রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করছে, যেভাবে সংস্কৃতির বিশ্বায়ন ঘটাচ্ছে অথবা প্রভাবিত করছে, তাতে করে এই শক্তিশালী মাধ্যমটির সহযোগিতা গ্রহণ আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ এবং বিশ্ব

নারী সমাজ তাদের বহুবিধ সাফল্যের মধ্যেও সেটি অনুধান করতে পারছে। কেননা পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এই সাফল্যকে ক্রমাগত পিছনে টেনে ধরার প্রয়াস চালাচ্ছে। তাই ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী সম্মেলনে গৃহীত বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে– গণমাধ্যম জেন্ডার সমতাপূর্ণ সমাজ গঠনে, সমাজ প্রগতিতে, নারীর অবদান চিত্রায়িত করে সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থনীতি, রাজনীতিসহ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি যা দেশকে অগ্রসর করতে সহায়তা করছে, সেই চিত্র গণমাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে, বাজারব্যবস্থা বিপননের বাহক হিসেবে চিত্রায়িত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আর সরকারকে পালন করতে হবে নীতিনির্ধারকের ভূমিকা ।

তবে গণমাধ্যমের কর্মক্ষেত্রের অভ্যন্তরে নারীর সংখ্যাগত নিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে। এই পেশায় নারীরা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। এই ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নারীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দায়িত্ব প্রদাণের ক্ষেত্রে নারী হিসেবে বৈষম্য করা হয়। নারী সাংবাদিককে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া থেকে বিরত থাকে কর্তৃপক্ষ। গণমাধ্যমে কর্মরত নারী-সাংবাদিকগণ আর্থিক বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা, সহিংসতা, যৌনহয়রানির মত বিপদজনক অবস্থারও শিকার হয়ে থাকে।

তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে অতি জরুরি। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষমতায়নের একটি জরুরি শর্ত। সরকার এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে, বালাদেশের সাধারণ জনগণ মোবাইল ফোন, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি যাবতীয় সুবিধা ভোগ করছে। তবে এক্ষেত্রে উন্নয়নের শেষ নয় শুরু।

ক্রীড়াঙ্গনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মেয়েদের সাফল্য অব্যাহত রয়েছে । ক্রিকেটে মেয়েরা অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ওয়ান ডে এবং টি-২০টি মর্যাদা পেয়েছে। নারী ক্রিকেট দলের এই বিজয় নারীর অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নের স্মারক। বাংলাদেশের দুই অমিত সাহসী কন্যা নিশাত মজুমদার ও ওয়াসফিয়া নাজরিন হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া জয় করে আরেকবার প্রমাণ করলেন বাংলাদেশের নারীদের জন্য কোনকিছুই অসাধ্য নয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির জবাবদিহিতায় জাতিসংঘ সিডও কমিটি ২৫ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে সিডও এর ৯৬৯তম ও ৯৭০তম সভায় বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ ও ৭ম পিরিয়ডিক প্রতিবেদন বিবেচনা করে। কমিটি প্রথমত, বাংলাদেশের নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সরকারী উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করে। কমিটি বাংলাদেশের গৃহীত আইনি সংস্কার ও ব্যাপক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণকে স্বাগত জানায়, বিশেষত, (ক) বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, (খ) সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে বৃদ্ধি, (গ) নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০০৯, (ঘ) জন-প্রতিনিধিত্ব সংশোধনী আদেশ ২০০৮, (ঙ) নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০০৯ যা বাংলাদেশী নারীকে

তার সন্তানের নাগরিকত্ব অর্জনের ক্ষমতা প্রদান করে। (চ) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, (ছ) জাতীয় মানবাধীকার আইন ২০০৯, (জ) পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০। রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক ৩০ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সনদ ও ১২ মে ২০০৮ তারিখে এর ঐচ্ছিক বিধানের অনুমোদনকে সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করে।

আগামীর কথা

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ অতীব জরুরীভাবে প্রয়োজন। বাংলাদেশে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সদস্যদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, এটি শুভ লক্ষণ। তবে এটি কোন স্থায়ী বিষয় নয়। এবং এ জন্য একই সাথে প্রয়োজন নারীর সম্পদে প্রবেশ নিশ্চিত করা। উত্তরাধিকার সূত্রে এই শক্তি বৃদ্ধি পেলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সহজতর হবে। এসব কারণে নিজের নির্বাচনী এলাকায় নারীর আমিত্বের অভাব রয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে এটি বড় সংকট। তদোপরি স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারা একটি বিশেষ শক্তি। এক্ষেত্রে নারীর চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নারীকে পরিবহন সুবিধা দেওয়ার জন্য পরিবহন ব্যবসায়ীদের কর উৎসাহ প্রদান করা যায়। ● স্থানীয় সরকারে নারী প্রতিনিধি নির্বাচন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কৃতিত্ব। কিন্তু স্থানীয় নির্বাচনী প্রতিনিধিগণ নানাবিধ কারণে বিব্রতকর অবস্থায় আছেন। একে তো তাদের নির্বাচনী এলাকা বড়, দ্বিতীয়ত তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট বাজেট নেই। এ কারণে জনগণের নিকট তারা তাদের দায়বদ্ধতা দেখাতে পারেন নি, যা তাদের আগামীর রাজনৈতিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। পরবর্তী সরকারকে অবশ্যই এর স্থায়ী সমাধান দিতে হবে। তবে স্থানীয় সরকারকে কার্যকর করা ছাড়া জনগণের নিকট বার্তা পৌঁছানো সম্ভব নয়। এই সত্যটি মনে রাখতে হবে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেত্রীবৃন্দ এবং ছাত্রনেতা ও অনুসারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখার অব্যাহত প্রচেষ্টা থাকা দরকার। দেখা

গেছে সরকারের অনুসারীগণ সরকার কোনো নীতি দেওয়ার পর নিরুত্তাপ থেকেছেন নীতির পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেননি। এসব কারণে কৃষিক্ষেত্রের মত বিশাল অর্জনও প্রচার পায়নি। যা আগামীর নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে।

অর্থনীতিতে মনে রাখার বিষয়, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট তৈরীর জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল ও প্রশিক্ষণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা। ● প্রয়োজন সংশ্লিষ্টদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা। এছাড়া সরকারের নীতি বাস্তবায়নের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা ও নিজস্ব উদ্যোগ ও উদ্যম। তাছাড়া জেন্ডার বাজেটের জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য ও উপাত্ত। ● চর ও উপকূলাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য পৃথক বরাদ্দ রাখা দরকার;● জেন্ডার সং বেদনশীল বাজেট তৈরী করতে হলে নারীর অ-আর্থিক (গৃহকর্ম) কাজের মূল্যায়ন করাটা অত্যন্ত জরুরী, কেননা অর্থনীতিতে নারীর অবদান সঠিকভাবে জানা থাকলেই কেবল নারীর জন্য সঠিক বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব; ● জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। ● শ্রমিকদের বর্তমান জীবনযাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করা দরকার;

শিক্ষাক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন অতীব জরুরী ; নারী ছাত্রের যাতায়াতের নিরাপত্তা দান, পাঠ্যপুস্তক তৈরীর সংশ্লিষ্ট বিশেজ্ঞদের, প্রশাসন ও বিচারকাজের নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সর্বোপরি সাধারণ জনগণের মিডিয়া ও অন্যান্য মাধ্যমে জেন্ডার প্রশিক্ষণ প্রদান অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

স্বাস্থ্য এখনকার দিনে নারীর জন্য শুধুমাত্র প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নয়, বৃত্তিমূলক সাধারণ স্বাস্থ্যও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এছাড়া বাংলাদেশে অধিকতর হারে নারীর মৃত্যুর বড় কারণ বাল্যমাতৃত্ব। এটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ঘরে ঘরে নিরাপদ প্রসব সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাজেটে ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

আইন করে নারীর বিরুদ্ধে সংবিধান বিরোধী প্রচারণা বন্ধ করা দরকার। ● পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, সংশোধিত ২০০৩, যৌন হয়রানি বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট আদেশ মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার ও পোষ্টার, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ। ● গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন আমাদের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ এর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা দরকার। ● জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২৫.২ ধারা ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেটি স্থানীয় ইমাম/পুরোহিতদের মাধ্যমে আরো জোরালে করে প্রচারের ব্যবস্থা করা। ● নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জকে চিহ্নিত করে কর্মসূচি এবং বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা সময়ের দাবী;

গণমাধ্যমে অর্থনীতি, রাজনীতিসহ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি যা দেশকে অগ্রসর করতে সহায়তা করছে, সে চিত্র তুলে ধরতে হবে। ● নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে, বাজারব্যবস্থা বিপননের বাহক হিসেবে চিত্রায়িত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ● এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আর সরকারকে পালন করতে হবে নীতিনির্ধারকের ভূমিকা ।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নারীর জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন এবং এ লক্ষ্যে প্রতিটি বালিকা বিদ্যালয়ে কম্পিউটার এবং ল্যাবরেটরি প্রদানের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা দরকার।

ক্রীড়ার জন্য প্রতিটি উপজেলায় অন্তত ২টি ইউনিয়নে, কন্যাশিশুদের জন্য ১টি করে মাঠ নির্বাচন এবং খেলাধূলার সুবিধা প্রদান করা দরকার; বিকেএসপি'তে কন্যাশিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত আসন এবং কোচ নিয়োগ করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ কমিটি সিডও-র ধারা অনুসারে কিছু উদ্বেগ ও সুপারিশ প্রদান করে; কমিটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৈষম্যমূলক আইন যা নারীকে পুরুষের সমঅধিকার দিতে নারাজ, যেমন– বিবাহ, তালাক, জাতীয়তা, অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত আইন বহাল থাকায় উদ্বিগ্ন। ● কমিটি নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার কোনো তথ্য না থাকায় এবং ক্ষেত্রে কোনো গবেষণা না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করে। একই সাথে পাচার ও যৌন-নিপীড়ণ মোকাবেলায় ব্যাপক কর্মপরিকল্পনার কথা বলে। ● ভূমিতে নারীর উত্তরাধিকার ও মালিকানা সংরক্ষণে পরিষ্কার আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠার কথা বলে; কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে সিডও সনদের ধারা ১৮-এর আওতায় এর পরবর্তী সাময়িক প্রতিবেদন ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে দাখিল করার আহ্বান জানায়– আগামী সরকারকে এ বিষয়সমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে।

শেষের কথা

সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য বহির্বিশ্বে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৩-তে বাংলাদেশের এই অর্জনকে "চমকপ্রদ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক মনে করে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে মধ্য আয়ের দেশে উত্তরণ সম্ভব। লন্ডনের দৈনিক পত্রিকা 'দ্য গার্ডিয়ান' অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের মতামত নিয়ে লিখেছে, বাংলাদেশ ২০৫০ সালে পশ্চিমা বিশ্বকে ছাড়িয়ে যাবে। বিশ্বের ধনী দেশগুলোর বাইরে ক্রমঅগ্রসরমান বড় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে গণ্য হওয়া চারটি দেশের (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন) পরই রয়েছে ১১টি দেশের 'নেক্সট ইলেভেন' যার একটি বাংলাদেশ। বিখ্যাত মার্কিন প্রতিষ্ঠান জে পি মরগান বলছে, অগ্রসরমান 'ফ্রন্টিয়ার ফাইভ' বা পাঁচ দেশের একটি এখন বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের দ্রুত অগ্রসরমান অর্থনীতি বিশ্বের অনেকের কাছেই বিস্ময়কর। আমরা এই বিস্ময়কে অব্যাহত দেখতে চাই।

তথ্যসূত্রঃ

- বেগম, হান্নানা, *বাজেটের কথা ও জনপ্রত্যাশা,* উন্নয়ন কথা, ফেব্রুয়ারি, ২০১১ ।
- জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১৩-১৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রাজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।
- জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট ও এর পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন, মহিলা পরিষদ জার্নাল, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০১২ ।
- জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ : নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ, মহিলা পরিষদ জার্নাল, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০১৩ ।
- বাজেট বক্তৃতা ২০১৩-১৪, বাজেট বক্তৃতা ২০১২-১৩, বাজেট বক্তৃতা ২০১১-১২, বাজেট বক্তৃতা ২০০৯-১০, অর্থ মন্ত্রণালয় ।
- অগ্রগতির চার বছর ২০০৯-২০১২, প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয় ।
- পাল, প্রতিমা মজুমদার, জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতি, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, অষ্টাবিশংতিতম সংখ্যা ।
- পাল, প্রতিমা মজুমদার, জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ : নারী সমাজের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ।
- পাল, প্রতিমা মজুমদার, জাতীয় বাজেট ২০১৩-১৪ : নারী সমাজের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ।
- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তাব ।